

## 💵 কিয়ামতের ভয়াবহতা ও তারপর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ চতুর্থ অধ্যায় রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

## জাহান্নামবাসীদের আফসোস ও অনুতাপ

জাহান্নাবাসীরা জাহান্নামে গিয়ে যে আফসোস ও অনুতাপ করবে তার কিছু আলোচনা আল-কুরআনে এভাবে এসেছে:

وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلكَعَذَابَ؟ وَجَعَلَانَا ٱلكَأَعْكَلُلَ فِيَ أَعْكَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ؟ هَلَ؟ يُجِكَزُوكَنَ إِلَّا مَا ﴿ وَجَعَلَانَا ٱلكَأَعْكَلُلَ فِي آَعَانَاقِ ٱلنَّذَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ يَعَامَلُونَ ٣٣﴾ [سبا: ٣٣

"আর তারা যখন আযাব দেখবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে। আর আমি কাফিরদের গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দেব। তারা যা করত কেবল তারই প্রতিফল তাদেরকে দেওয়া হবে"। [সূরা সাবা, আয়াত: ৩৩]

وَلُوا أَنَّ لِكُلِّ نَفاس طَلَمَت مَا فِي ٱلنَّأراضِ لَافاتَدَت بِهِ الْ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلنَّعَذَابَ؟﴿ [وَقُضِيَ بَيانَهُم بِٱلنَّقِساطِ وَهُما لَا يُطْالَمُونَ ٤٥﴾ [يونس: ٤٥

"আর যমীনে যা রয়েছে, তা যদি যুলুম করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির হয়ে যায়, তবে তা সে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিবে এবং তারা লজ্জা গোপন করবে, যখন তারা আযাব দেখবে। আর তাদের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করা হবে এবং তাদেরকে যুলুম করা হবে না"। [সূরা ইউনূস, আয়াত: ৫৪]

وَيُواَمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَياهِ يَقُولُ يُلَياتَنِي ٱتَّخَذاتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٢٧ يُوَيالَتَىٰ لَياتَنِي لَما أَتَّخِذا ﴿ وَيَوامَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَياهِ يَقُولُ يُلَياتِنِي ٱتَّخَذاتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٢٨ لَّقَدا أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِارِ بَعادَ إِذا جَآءَنِي وَكَانَ ٱلشَّياطُنُ لِلاَإِنسُنِ خَذُولًا ٢٩ ﴾ [الفرقان: فُكَانَ الشَّياطُنُ لِلاَإِنسُنِ خَذُولًا ٢٩ ﴾ [الفرقان: ٢٨ هَكُونَ الشَّياطُنُ لِلاَإِنسُنِ خَذُولًا ٢٩ ﴾ [٢٠، ٢٧]

"আর সেদিন যালিম (অনুতাপে) নিজের হাত দুটো কামড়িয়ে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোনো পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। অবশ্যই সে তো আমাকে উপদেশবাণী থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য চরম প্রতারক"। [সুরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২৭-২৯]

হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ» (الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً

"প্রত্যেক জান্নাতীকে যদি তার কর্ম খারাপ হতো তাহলে জাহান্নামে তার অবস্থান কোথায় হত তা দেখানো হবে। তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর প্রত্যেক জাহান্নামীকে, যদি তার কর্ম ভালো হতো তাহলে জান্নাতে তার অবস্থান কোথায় হতো তা দেখানো হবে। তখন সে অনুতাপ করবে"।[1]



আনুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ» يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ عَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ عَمْنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ عَمْنَادٍ عَلَى الْفَالِ اللَّهُ عَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ عَمْنَادٍ عَلَى مُزْنِهِمْ «حُزْنَا إِلَى حُرْنِهِمْ

وزاد مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَأَنذِرا هُما وَالله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَأَسْار بيده إلى يَوا مَ الله عليه وسلم: ٣٩ وأشار بيده إلى يَوا مَ الله عنه والما وا

"যখন জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে তখন মুত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থানে জবেহ করে দেওয়া হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে, হে জান্নাতবাসীরা! আর কোনো মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! আর কোনো মৃত্যু নেই। এ ঘোষণা শুনে জান্নাতীদের আনন্দ-ফুর্তি আরো বেড়ে যাবে। আর জাহান্নামীদের দুঃখ- অনুতাপ আরো বেড়ে যাবে। (বর্ণনায়: বুখারী ও মুসলিম) আবু সায়ীদ আল খুদরী বর্ণিত মুসলিমের বর্ণনায় একটি বাক্য বেশি আছে। তা হলো: একথা বলার পর রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেছেন যে,

শে مريم: শেণ مَنُونَ भि مَوْمَ فَي غَفْالَةً وَهُمَ لَا يُؤَامِنُونَ শেণ مريم: শেণ أَنذِرا هُمَا لَا يُؤامِنُونَ শেণ إِذَا قُضِيَ الْاَأُمارُ وَهُما فِي غَفَالَةً وَهُما لَا يُؤامِنُونَ শেণ إِذَا قُضِيَ الْاَأُمارُ وَهُما فِي غَفَالَةً وَهُما لَا يُؤامِنُونَ শেণ إِذَا قُضِيَ الْاَقَامِ شَامِع وَالْعَالِي শেখ কৰি কৰি কৰে দাও পরিতাপ দিবস সম্পর্কে যখন সব বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় বিভোর এবং তারা ঈমান আনছে না"। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩৯] উদাসীনতায় বিভোর কথাটি বলার সময় তিনি দুনিয়ার দিকে হাত দ্বারা ইশারা করেছেন"। [2]

## ফুটনোট

- [1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৬৯।
- [2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪৯।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13546

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন